তারিখ 26 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

যুগান্তর

ড. মো. সোহেল রহমান

জোড়াতালি দিয়ে আইসিটি শিক্ষা দেয়া যাবে না

সম্প্রতি যুগান্তরে প্রকাশিত 'আইসিটি শিক্ষক নেই ১৫ হাজার প্রতিষ্ঠানে' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে চমকে উঠেছিলাম। সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানে ঠাসা বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োপযোগী প্রতিবেদনটির জন্য যুগান্তর পত্রিকা এবং সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে ধন্যবাদ। কিন্তু এ কী অবস্থা? ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশের কারণে সব নতুন বিষয়ে এমপিওভুক্তি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ২০১২ সালের শুরু থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি কোর্স চালু করে সরকার যে যুগান্তকারী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার প্রকৃত সুফল আমাদের দেশ আদৌ পাবে কিনা তা নিয়ে ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ১৮শ' বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হলেও এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণে তারা বেতন পাচ্ছেন না। কতদিন ধরে তারা অবৈতনিকভাবে কাজ করে চলেছেন আর কতদিনই বা এভাবে ভবিষ্যতে করবেন, তা কে জানে! এ অবস্থার ফলে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। এই প্রতিবেদন বলছে, দেশের প্রায় তিনশ' সরকারি স্কুল-কলেজে একজনও আইসিটির শিক্ষক নেই! তাহলে প্রশ্ন হল— এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিষয়ে শিক্ষাদান চলছে কেমন করে?

আইসিটি একটি নতুন বিষয়

সরকার যখন আইসিটি শিক্ষাকে আবশ্যিক করে, তখন আমরা একে স্বাগত জানিয়েছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখি তাতে আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়ে পারদর্শী করে তুললে আমরা আমাদের স্বপ্নের দেশ গড়ার পথে অনেক এগিয়ে যাব। কিন্তু তাই বলে শুধু এ বিষয়কে আবশ্যিক করলেই তো হবে না। নিশ্চিত করতে হবে যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শিক্ষা লাভ করছে। আর এর জন্য দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক অপরিহার্য। আইসিটি একটি নতুন বিষয় এবং এটি অন্য বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকদের শুধু কিছুদিন প্রশিক্ষণ দিয়ে পড়ানো সম্ভব নয়। যেমন— আইসিটি বিষয়ের একটি বড় অংশ নিয়ে আছে প্রোগ্রামিংয়ের ধারণা। আমার মনে আছে, যখন প্রথম প্রোগ্রামিং শিখতে যাই, আমি বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছিলাম প্রোগ্রামিংয়ের একটা খুবই সাধারণ স্টেটমেন্ট দেখে যা ছিল এ রকম : $X = X + 1$.

সেই ছোটবেলা থেকেই অংক করে এসে যখন এই অদ্ভুত স্টেটমেন্টটি দেখেছিলাম তখন আমার মাথা ঘুরে যাওয়াই স্বাভাবিক। এখন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অংকের ক্লাসে যখন চলক/ধ্রুবক ইত্যাদি শিখবে এবং পাশাপাশি একই সঙ্গে প্রোগ্রামিংয়ের ক্লাসে চলকের এরূপ ব্যবহার দেখবে, তখন নিশ্চিতভাবেই তারা চমকে উঠবে; কারণ গণিত ক্লাসে তাকে পড়ানো হয়েছে, সমান চিহ্নের দু'পাশে যা থাকবে তারা আসলে একে অপরের সমান! এখন তাকে যদি এই জিনিসটি প্রোগ্রামিংয়ের প্রসঙ্গে ভালোমতো বুঝিয়ে দেয়া না যায়, তাহলে তার মূল ধারণাতেই গলদ থেকে যাবে। এখন একজন কম্পিউটারবিজ্ঞান বিষয়ে পড়া শিক্ষক ছাড়া এ ব্যাপারটি তাকে কে-ই বা ভালো করে বোঝাতে পারবে? আমরা জানি, অনেক সময় শিক্ষক স্বল্পতার কারণে নিচের ক্লাসের অনেক বিষয়ের ক্লাস সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও অন্য কেউ চালিয়ে নিতে পারেন— যেমন বিজ্ঞান শিক্ষকের পক্ষে নিচু ক্লাসের গণিতের ক্লাস নেয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু আইসিটির বিষয়ে এটা সম্ভব নয়। এ কথাটা আমাদের বুঝতে হবে। উপরে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়েছি, কিন্তু এ রকম ভূরি ভূরি উদাহরণ দেয়া সম্ভব।

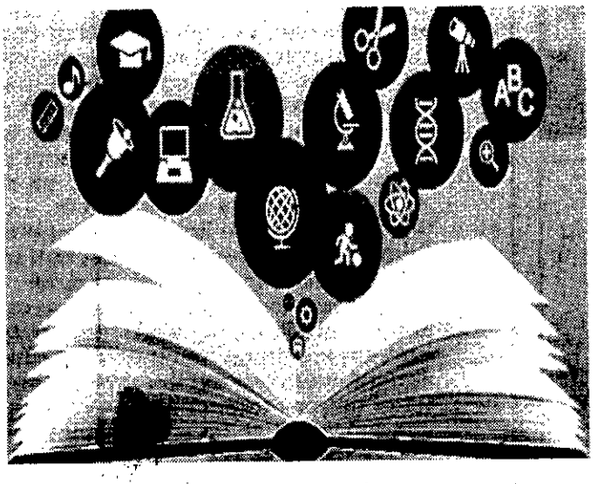

আইসিটি পরীক্ষার ফলাফলে পরিসংখ্যান

আমার কাছে এ সংক্রান্ত কোনো পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু ইতিমধ্যে যে পাবলিক পরীক্ষাগুলো হয়ে গেছে সেখানে আইসিটি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা কেমন করতে পেরেছে? উপরোক্ত প্রতিবেদনে অভিভাবকদের অভিযোগের কথাটি এসেছে। পরিসংখ্যান সব সময় বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে না বটে, কিন্তু পরিসংখ্যানটা জানা দরকার। এই প্রতিবেদন পড়ার পর থেকে আমার মনে হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা যেমন ফলাফল করেছে, আইসিটি বিষয়ে হয়তো তেমন করতে পারেনি, আর পরিসংখ্যান ঘাঁটলেই এ তথ্যটি বেরিয়ে আসবে। আসলে আমাদের বোর্ডগুলোর কাছে তো এ সংক্রান্ত সব উপাত্তই আছে; তাদের তো সব সময়ই উচিত এ উপাত্তগুলো ব্যবহার করে তা থেকে অর্থপূর্ণ তথ্যাদি বের করে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলে পৌঁছে দেয়া যাতে এসব বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক সরকার সঠিক সিদ্ধান্তটি সঠিক সময়ে নিতে পারে।

কিছু পরামর্শ

১. অবশ্যই সরকার এবং সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের অনুধাবন করতে হবে যে, এভাবে জোড়াতালি দিয়ে আইসিটি শিক্ষা দেয়া যাবে না। সুষ্ঠুভাবে আইসিটি শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে এ বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগই একমাত্র সমাধান। সুতরাং সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতেই হবে। আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, এসব আইসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের আইসিটি মন্ত্রণালয়কে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করানো আইসিটি মন্ত্রণালয়েরই কাজ বলে আমি মনে করি এবং এ বিষয়গুলো যাতে আইসিটি মন্ত্রণালয় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ওপর আইসিটি মন্ত্রণালয়কে একটা ছাতার মতো কাজ করতে হবে এবং সে জন্য যে ধরনের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন তাও নিশ্চিত করতে হবে।

২. যতদিন দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না, ততদিন পর্যন্ত সাময়িক সমাধান হিসেবে একটা প্রস্তাব করছি। সম্প্রতি পশ্চিমা বিশ্বে flipped-classroom বলে একটি মডেল বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই মডেলে ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে বাসায় পরবর্তী ক্লাসের লেকচারের ভিডিও দেখে নেয় এবং স্কুলে ক্লাসের সময় তারা শিক্ষকের উপস্থিতিতে ওই লেকচারের বিষয়বস্তুর ওপর অনুশীলনী, আলোচনা ইত্যাদি করে বিষয়টি আত্মস্থ করে। এই flipped-classroom-এর কাছাকাছি একটি মডেল আমরা আপাতত গ্রহণ করতে পারি। যেসব স্কুলে আইসিটির শিক্ষক নেই, সেসব স্কুলে আমাদের কিংবা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের লেকচারের রেকর্ড করা ভিডিও ছাত্রছাত্রীদের প্রথমে দেখানো যেতে পারে। অথবা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমেও এটি করা যেতে পারে। পরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রশ্ন/উত্তর পর্ব, অনুশীলনী, আলোচনা ইত্যাদি করে তাদের বিষয়টি আত্মস্থ করতে সাহায্য করবেন। একই সঙ্গে বেশ কিছুদিন পরপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ওই স্কুল পরিদর্শনও করতে পারেন, যাতে তাদের এ বিষয়ে এর পরেও কোনো সমস্যা থাকলে একেবারে সামনাসামনি তা আলোচনা করা যায়। আমার জানা মতে, এখন সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দেশের দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুতরাং টিভি চ্যানেল কিংবা ভিডিও ব্যবহার করে যদি মূল লেকচারটি ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত যত্নসহকারে দিয়ে দেয়া যায় তবে পরে ইন্টারনেট সুবিধা ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বাকি কাজটুকু করাও কঠিন হওয়ার কথা নয়।

উপসংহার

আইসিটি বিষয়টি দ্রুত পরিবর্তনশীল। আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ তাই ক'বছর পরপর যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোর্স কারিকুলাম পরিমার্জন করে। সম্প্রতি আমরা শেষ পরিমার্জনটি করেছি। এর আগের সংস্করণে একটা কোর্স আমরা রেখেছিলাম যা নতুন ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হওয়ার পরপরই অর্থাৎ লেভেল ১ টার্ম ১-এ পড়ত। এ কোর্সের নাম ছিল 'Introduction to Computer Systems'। কোর্সটির উদ্দেশ্য ছিল কম্পিউটার ও আইসিটি বিষয়ে আমাদের নতুন ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করে তোলা। এটা জরুরি ছিল কারণ দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় কম্পিউটার ও আইসিটি বিষয়ে পরিচিতি না থাকায় অনেক পিছিয়ে পড়ত। কিন্তু সর্বশেষ সংস্করণে আমরা এ বিষয়টি বাদ দিয়ে দিয়েছি, কারণ এখন আইসিটি বিষয়টি আবশ্যিক। কিন্তু আইসিটির শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে এই দুরবস্থায় আমাদের এ সিদ্ধান্তটি নিয়ে হয়তো আবার ভাবতে হবে। আমি আশা করি, যে উদ্দেশ্যে আইসিটি বিষয়টি আবশ্যিক করা হয়েছিল, অর্থাৎ আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য, এ বিষয়ে সরকার অতিসত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদের সবাইকে আশ্বস্ত করবে।

ড. মো. সোহেল রহমান : *অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট*
sohel.kcl@gmail.com